সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
▪ ভূমিকা	১১
▪ কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ	১৮
▪ কতিপয় যুদ্ধ	২৭
▪ কতিপয় ভ্রান্তিমূলক প্রচারণা	৩৩
▪ ফেতনার সূত্রপাত	৪১
▪ কঠিন ফিতনা	৪২
▪ ইলম (ইসলামী জ্ঞান) উঠে যাওয়া	৪৬
▪ পিতা-মাতার অবাধ্যতা	৪৭
▪ আমল উঠে যাওয়া	৪৮
▪ আমানত উঠে যাওয়া	৪৯
▪ মিথ্যা সাক্ষী	৫১
▪ অঙ্গীকার ভঙ্গ	৫১
▪ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন	৫২
▪ সত্য গোপন করা	৫৩
▪ প্রতিবেশির সাথে খারাপ আচরণ	৫৪
▪ লোভ	৫৫
▪ অভদ্রদের সম্মানী বলে গণ্য হওয়া	৫৬
▪ পরিচিত লোকদের সাথে সালাম আদান-প্রদান	৫৭
▪ বৃদ্ধদের যুবকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা	৫৭
▪ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে দূরে থাকা	৫৮
▪ সাধারণ মানুষের অযোগ্য শাসকদের ভালবাসা	৫৯
▪ পৃথিবীর প্রতি মোহাব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা	৫৯
▪ শিরকের আধিক্য	৬০
▪ বিদআ'তের বিস্তার	৬২
▪ ব্যবসার ব্যাপকতা	৬৩
▪ সম্পদের আধিক্য	৬৫
▪ মিথ্যার আধিক্য	৬৭
▪ ধোঁকাবাজি বৃদ্ধি পাবে	৬৮

- গান বাদ্য বৃদ্ধি পাবে ৬৯
- ব্যভিচার ও অশ্লীলতার ব্যাপকতা ৭০
- মদ ও ব্যভিচারের ব্যাপকতা লাভ ৭০
- হত্যাহত ব্যাপকতা লাভ করবে ৭২
- পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনা ৭৫
- পার্থিব লোভে দ্বীন বিক্রি করা ৭৫
- হারাম উপার্জনের ফিতনা ৭৬
- উলঙ্গ ও বেহায়াপনার ফেতনা ৭৭
- মিথ্যুক ও দাজ্জালদের ফেতনা ৭৭
- নারী নেতৃত্বের ফেতনা ৭৯
- পথভ্রষ্ট নেতাদের ফেতনা ৮০
- ইহুদী নাসারাদের অনুসরণের ফেতনা ৮৩
- ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ফযিলত ৮৫
- ফিতনার সময় কি করণীয় ৮৬
- ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করার দোয়া ৯১
- দ্বিতীয় ভাগ ৯৩
- নবী ﷺ-এর আগমণ ও তাঁর মৃত্যু ৯৩
- চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া ৯৪
- আলেমগণের মৃত্যু ৯৪
- হঠাৎ মৃত্যু ৯৫
- দ্বীনি ইলমের প্রচার ৯৬
- বরকত উঠে যাওয়া ৯৬
- সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া ৯৭
- আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হওয়া ৯৮
- চতুষ্পদ জন্তু ও জড়পদার্থের কথাবার্তা ৯৯
- নারীর আধিক্য পুরুষের স্বল্পতা ১০০
- ভূমি ধস ও আকৃতির পরিবর্তন এবং বর্ষণ ১০১
- অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হওয়া ১০৪
- ফোরাতের তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠা ১০৫
- ঈমানদারদের অপরিচিত হওয়া ১০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

"শুরু করিনু লয়ে নাম আল্লাহর
দয়া ও করুণা যাঁর অসীম-অপার।"

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ:

কিয়ামত হবে সুনিশ্চিত; কিন্তু কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। একদা জিবরীল (আ) সাহাবাগণের উপস্থিতিতে (মানুষরূপে) আসল এবং রাসূল ﷺ-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করল, তখন তিনি বললেন: কিয়ামতের জ্ঞান প্রশ্নকৃত (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্নকর্তা জিবরীল (আ) থেকে অধিক জানে না। তবে আমি তোমাকে কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করছি। মহিলা তার মনিবকে জন্ম দিবে, বস্ত্রহীন, জুতাহীন ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, আর কাল উটের রাখালরা যখন উচ্চ দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে (ইত্যাদি) কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, কিয়ামত হওয়ার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অবশ্য রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত ফেতনা, আগন্তুক কিছু ঘটনা এবং কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে এমন কিছু আলামত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। হাদীসের ভান্ডারে কিয়ামত সম্পর্কে আমরা তিন প্রকারের হাদীস পেয়ে থাকি। প্রথমত: ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে রাসূল ﷺ সময় অতিক্রম করে সাথে সাথে উম্মতের মধ্যে সৃষ্ট ফেতনা ও পথভ্রষ্টতার নিদর্শন, যেমন তিনি বলেছেন: "ইলম (ইসলামী শিক্ষা) উঠে যাবে। বর্বরতা বিস্তার লাভ করবে। মদপান বৃদ্ধি পাবে। প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে।" (মুসলিম)

এ ধরণের হাদীসসমূহকে আমরা এ কিতাবের প্রথম অংশে 'কিয়ামতের ফিতনা' নামক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় অংশ ঐ সমস্ত হাদীস

সম্পর্কে যেখানে তিনি সময় অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে কিছু কিছু পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। যেমন: সমস্ত আরব ভূমিতে আবাদ হওয়া, ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া, সম্পদের প্রাচুর্যতা, ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের হাদীসমূহকে আমরা এ কিতাবের দ্বিতীয় অংশে 'কিয়ামতের ছোট আলামত' নামক অধ্যায়ে শামিল করেছি। তৃতীয় ভাগ ঐ সমস্ত হাদীসের যেখানে কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে এমন ঘটনাবলীর বর্ণনা। যেমন ইমাম মাহদীর আগমন, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, ঈসা (আ)-এর আগমন, ইয়াজুজ মা'জুজের আগমন ইত্যাদি, এসমস্ত হাদীসসমূহকে আমরা এ কিতাবের তৃতীয় অংশ 'কিয়ামতের বড় আলামত' নামক অধ্যায়ে শামিল করেছি। এভাবে এ কিতাবটি নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে:

১. কিয়ামতের ফিতনা।

২. কিয়ামতের ছোট আলামত।

৩. কিয়ামতের বড় আলামত।

এ তিনটি বিষয়ের ওপর আমরা আগত পৃষ্ঠাসমূহে পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

রাসূল ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন রকমের ফিতনা প্রকাশিত হবে। তিনি তার উম্মতদেরকে এ ফিতনা থেকে শুধু সতর্ক করেছেন তাই নয় বরং এ ফিতনার কঠিনতা সম্পর্কেও স্বীয় উম্মতদেরকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর কতিপয় হাদীসের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

১. "আগত ফেতনাসমূহকে আমি তোমাদের ঘরের ওপর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে দেখছি" (বুখারী)

২. "কোন কোন ফেতনা এত দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে যে (ইসলাম, ঈমান, দ্বীন) বলতে কোন কিছু বাকী রাখবে না।" (মুসলিম)

৩. "কোন কোন ফেতনা এত কঠিন হবে যে তার দিকে উঁকি দাতাও সেখানে নিপতিত হবে।" (বুখারী)